প্রিয় ৫০ প্রেমের কবিতা

আলতাফ হোসেন

বাছাই
হাশিমা গুলরুখ

ঐতিহ্য

কি ছু ক থা

আলতাফের সঙ্গে এক জীবন যাপনের কারণে তাঁর কবিতার একটি বিশেষ পাঠ আমার আছে। তাঁর অনেক কবিতার প্রথম পাঠক হয়তো আমি। তবে আমি গবেষক বা লেখক নই বলে এই নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। ঐতিহ্য'র অনুরোধে কবি আলতাফ হোসেনের 'প্রিয় ৫০ প্রেমের কবিতা' বাছাই করতে গিয়ে আমি দেখলাম তাঁর কবিতায় আলাদাভাবে প্রেম খুঁজে পাওয়া মুশকিল আবার প্রায় সব কবিতার গভীরে জুড়ে রয়েছে অন্তর্গত প্রেম। পরের বিবেচনা প্রিয় পাঠকের।

হাশিমা গুলরুখ
'মনোলোভা'
মিরপুর, ঢাকা
জানুয়ারি ২০২৫

ক বি তা সূ চি

বনময়ূরী ১১
পুনর্জন্মে ১২
পরাবর্ত ১৩
ছাব্বিশে অমল ১৪
অচেনা গায়ক গান করে ১৫
দোয়েল ১৬
মার্থা বলেছিল ১৭
তুমি যদি হতে বনহংসী ১৮
তোমাকে সময় দেবে দু-মিনিট ১৯
গড়িয়ে পড়ছে ২০
ভাবো পেয়েছিলে তাকে ২১
এখানে এমনই লেখা ২২
যেরকম লিখতে চাই একদিন লিখব সেরকম ২৩
পরার্থিতা ২৪
আমার একটি গল্প আছে ২৫
উত্তর কী দেবো ২৬
টুম্পা চলে গেলে ২৭
বলি যে তারানা হচ্ছে ২৮
বলেছিলে কেউ নও ২৯
ছবি ৩০
তিনটি, প্রেমের ৩১
পাখি বলে ৩২
মম দুঃখের সাধন ৩৩
কবিতা কাগজে লিখি ৩৪
অপরাজিতা ৩৫
৩৬ ওকে
৩৭ মাঝিমাল্লা নেই যে কোথাও
৩৮ বুঝব কীভাবে তোকে, কবে?
৩৯ যেতাম, ফিরেও আসতাম পাঁচ মিনিটেই
৪০ এই যে কবিতা
৪১ সমিল পুরনো পদ্যের লোভে লোভে
৪২ দৃশ্য, দৃশ্যান্তর
৪৩ কবিতা আরও লেখার আগে
৪৪ কিছুদিন
৪৫ মাঝখানে একটু-একটু স্পেস দিয়ে
৪৬ এই দোকানের পাউরুটি
৪৭ ঘূর্ণি
৪৮ নিরুত্তর আমি বাঁচব না
৪৯ বসন্ত বাউরির বাতচিত
৫০ তোমরা তো জানোই
৫১ কিছু লাইন
৫২ আকাশে পাতিয়া কান
৫৩ পরিণাম
৫৪ আমরা যখন
৫৫ আমার বিষণ্নতাকে যদি মনে করো অসুখ
৫৬ এ কেচ্ছায় চলবে তোমার?
৫৭ বিচ্ছেদমুহূর্তগুলি, সংগমনিখিল
৫৮ একদিন এক মেয়ে
৫৯ লাল সুনামির খরস্রোত
৬০ বিপ্রতীপ

বনময়ূরী

বনময়ূরী এসেছে এই ঘাটে
আমার নৌকা জলে-জলের মাঠে
একটা কথা ছুড়ে দেবো জলে
বুকে কে-যে ফিসফিসিয়ে বলে

বনময়ূরী পোশাক খুলে রাখে
চোখের আকাশ তাহার দেহ ঢাকে
কালো মেঘে হাওয়ার চিৎকারে
বধূ নামে জলের শীৎকারে!

বধূ তোমার সরল দেহ কই!
হৃদয় তোমার কোথায় জলের ঘাটে
বন্য চিলের শিশু কী লাগসই!

আমার নৌকা জলে—জলের মাঠে ।

পুনর্জন্ম

মৃত্যু হলো আমার
সঙ্গে সঙ্গে রাজার চিঠি এলো
কী সুন্দর খাম তার, কী সুন্দর লেখা
কিন্তু পড়তে গিয়ে মনে হলো এ যেন আমার
এ চিঠিই কি আমি চেয়েছি?
সবটা পড়তে পারলাম না, রেখে দিলাম
পরদিন এলো আর একটি চিঠি
তার পরের দিন আরো একটি
আমি পড়ি না, পড়তে পারি না
তবু রোজ চিঠি আসে রাজার

সুধা তোমার চিঠি কবে পাব?

পরাবর্ত

পেরনো হলো মাঠ, হাওড়, বিল, নদী
সামনে দেখা যায়— ওই কি বাসা তার
সরল প্রতিবেশী নিশ্চিন্তপুর
আত্মীয়জনেরা হাসিতে জড়াবার,

ঘূর্ণি কেটে গেলে কী অবিশ্বাস্য
খেলেছি সারাদিন রৌদ্রে হাওয়ায়
রাত্রে জ্যোৎস্নায় নির্ঘুম সহাস্য
ধলেশ্বরী তীরে দিগন্ত আভায় ।

বুকেতে দিনমান সবুজ সেই পাখি
চায় না বাসা সে তো, সঙ্গী মেঘ তার
হঠাৎ ছেয়ে এলে বিকেল চোখে আঁকি—
'সুখের লোভ করে । না দুঃখ পাবার?'

সামনে দেখা যায় ওই কি তার বাসা
আত্মীয়জনেরা, ওই কি তার গ্রাম
ফাওন, দেওঘর কখন পেরোলাম
প্রদীপ নিবু নিবু, তারার জলে ভাসা
আসন পেতে দিই, হৃদয় ঝিলমিল—
ওই যে বাসা তার, বাসনা ফুরোলাম ॥

ছাব্বিশে অমল

অমলের বয়স ছাব্বিশই, ষোলো নয়, ছিয়াশিও নয়
ষোলোয় সবুজ চম্পা, ছিয়াশিতে অপেক্ষা
ছাব্বিশে অমল বসেছে দাওয়ায়
সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না

অমলের বয়স ছাব্বিশ, বাইশ নয়, পঁচাত্তর নয়
বাইশে রুদ্ধশ্বাস জিভাগো সিদ্ধার্থ গীতবিতান
জোরবা দ্য গ্রিক, করিম খাঁ-র তিলঙ-গরা-সরপর্দ
রফিক-হুমায়ুন
পঁচাত্তরে সভাসমিতি
ছাব্বিশে অমল বসেছে দাওয়ায়
সামনে মেঘ স্পষ্ট নয়, আকাশও না

চব্বিশ জুড়ে অমলের ছিল সুধামণি
তাই পঁচিশেও এমনকি অমলের জন্য কেঁদেছে নক্ষত্র, হাওড়

ছাব্বিশে অমল বসেছে দাওয়ায়
চক্ষু মুদে আসছে

অচেনা গায়ক গান করে

অচেনা গায়ক গান করে মধ্যরাতে গোরখকল্যাণে তার
সুরে সুরে তৈরি হয়ে ওঠে তন্তুবায়, তার থেকে স্বচ্ছ পর্দা এক
বেড়ে উঠে চামেলিকে ঢাকে, বাইরে প্রান্তর পড়ে থাকে
জোনাকির হট্টগোল, প্রাপ্তবয়স্কের কালো নৈশবিদ্যালয়
হিলবিল করে দড়ির সিঁড়িতে উঠে যাওয়া সার্কাসের মেয়ে
ডোরাকাটা আঁটোসাঁটো অন্তর্বাস-পরা, নীল মুখ ।
অচেনা গায়ক গায় মাঝরাতে গোরখকল্যাণে, তার
সুরের কম্পন তৈরি করেছে যে নদী তার জল
চামেলি দেখায় ছায়া-ছায়া, আর সকলই ডুবেছে
অস্ট্রেলিয়ান ব্লু অক্টোপাস, মাছরাঙা, ঝিনুক, হরিণ
নদীর অতলে, শেয়ালেরা; তীক্ষ্ণ, নম্রচক্ষু ডলফিন;
অচেনা গায়ক গায় রাতদুপুরে গোরখকল্যাণে,
তার সুরের গন্ধের বীজে উঠেছে যে চারা তার ফাঁকে ফাঁকে
চামেলিকে দেখা যায় পেছনের সাইক্লোন-লাল
আকাশকে নয়, নয় তার তারারাশি, নীল আভা নয়

দোয়েল

ছিল মাঠ-ঘাট-নদী-বনস্থলী— যে রকম থাকে
রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখা, গান, তীব্রচক্ষু ছবি
ছিল এই বাংলাদেশ জুড়ে ছিল রবার্ট লাওয়েল
শক্তি, জয়, সিলভিয়া, র‍্যেটকে, অলোক নামে কবি
ছিল কিছু নিজের কবিতা এসে পড়ে কোন ফাঁকে,
আরো বহু কিছু ছিল বহুবিধ, ছিল না দোয়েল ।

অন্যেরা ফেলেছে এসে যার যার নিজের প্রভাব
অন্যেরা আসেনি কেউ জোর করে তাদেরকে ধরে
কখনো আনিনি, তারা এসেছিল যে রকম আসে,

সব স্বাভাবিক ছিল— তুল্যমূল্য— শুধু এক ভোরে
এনেছি দোয়েল এক বেঁধে ভুলে নিজের স্বভাব
রেখেছি খাঁচায় তাকে কাছাকাছি জানালার পাশে

কেবল রেখেছি, সে হঠাৎ ঠ্যাং তুলে দিলো চোখে
তার চোখে, দিয়ে ঝরে পড়ে গেল— কার সাধ্য রোখে!

মার্থা বলেছিল

মার্থা বলেছিল, দুঃখশোক
যত বেশি হোক
পরিমাপ যতটাই করো
মানুষের প্রতি যে অন্যায় সেটা তার চেয়ে বড়ো

চেয়েছে সমুদ্রতীরে যাবে
সূর্যের কিরণে তার হতাশা পোড়াবে
সেজন্য নিয়েছে হত্যা, দস্যুবৃত্তি বেছে
যাতে তার দূরের অনমনীয় সত্তা থাকে বেঁচে

মার্থা বলেছিল, প্রকৃতির মতো হও,
আবেদন-আকুতিতে নির্বাক বধির
হৃদয়কে শক্ত করো শক্ত করো শক্ত যেন শান

মার্থা শুনতে চেয়েছিল শুদ্ধতম বিলাবলে গান!

তুমি যদি হতে বনহংসী

তুমি যদি হতে বনহংসী
তাহলে আমার সঙ্গে তোমার আচরণ হতো কীরকম
যদি হতে শিয়ালবুক্কার আইমু
তাহলে আমার সঙ্গে তোমার আচরণ কীরকম হতো
আইমু আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল প্রেমের চিঠি
শুনিয়েছিল তার নিজের মায়ের ভাষা
ঝগড়া করেছিল আমারই জন্য তার ভাইয়ের সঙ্গে
একটি সুতোও রাখেনি শরীরে যখন সে আমার সঙ্গে শুয়েছিল বিছানায়
জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে এমনভাবে যেন আমি ছাড়া আর কেউ নেই তার
যেতে বলেছিল পরের সপ্তাহে আমাকে
কিন্তু পরের সপ্তাহে আমি যেতে
আমাকে শোনালো সে উর্দু ছবির অশ্রাব্য গান
নাচতে লাফাতে শুরু করল
না মানুষের মতো না হনুমানের মতো
যদি হতে শিয়ালবুক্কার আইমু
তাহলে কি আমার সঙ্গে একইরকম আচরণ করতে
দশ না পঞ্চাশ বছর ধরে তুমি আমার সঙ্গে আছ
তুমি আমার সঙ্গে আচরণ করো কোনরকম

তোমাকে সময় দেবে দু-মিনিট

তোমাকে সময় দেবে দু-মিনিট
কেড়ে নেবে দু-মিনিট তোর কাছ থেকে

আধঘণ্টা রেকর্ডে শুনবে হীরা-র ইমন
তাতে হীরা আসবে ফুরিয়ে

মুদি দোকানের কবিতার কাছে কিনবে আফিম
তাতে ধরো তিন দিন গেল

নবতরঙ্গের ছবি ছ-মিনিট দেখে
বমি হবে পাঁচ মিনিটের

দু-মিনিট আদাব-কুশল বিনিময়
বুড়ো শকুনের ভিড় পথে
উঁচিয়ে বিষাক্ত চঞ্চু তেড়ে আসবে সপ্তাহ মাস আর বছর বছর

গড়িয়ে পড়ছে

গড়িয়ে পড়ছে। আরশোলাগন্ধে ঘর
নৌকা পচা গাবে, চর
পুঁটির শুঁটকিতে
হাওড়ের মধ্যে যে গোঁসাইপুর তার ভিটে
তেলচিটচিটে
গড়িয়ে পড়ছে খিটখিটে
তিলককামোদ-শোভা
বুলগেরিয়ার কোকানোভা
চিংড়ি এক, উলটে গেল, কাঁকড়ার হিংস্রতা
পেয়ে বুনোলতা
হামাগুড়ি দিয়ে এলো কাছে
অ্যাকোয়ারিয়াম ভেঙে মাছের
নেভা চোখ
লাফিয়ে লাফিয়ে

সে কিছু করেনি, শুধু জানালা গলিয়ে
বাইরে এসেছে

চামেলির গন্ধে ভেসেছে

ভাবো পেয়েছিলে তাকে

ভাবো পেয়েছিলে তাকে
তাকে না পেলেও তার শরীর পেয়েছ
সে পেয়েছে তোমার শরীর

সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে
দিনদুপুরের আলোর অন্ধকারে
শরীর একাংশে তার অন্য শরীরের
একাংশেরও
ভগ্নাংশের স্পর্শ পেয়ে
স্পর্শ পেতে চেয়ে

হাতড়ে ফিরছে একে অন্যকেই যে কটা সেকেন্ড
ততক্ষণে শরীরের অংশও না শরীরাংশ আর

এখানে এমনই লেখা

এখানে এমনই লেখা, লেক এ রকম, গাছপালা
এ রকম কালোই আকাশ আর লাল মেঘমালা
মাটি ফুঁড়ে জলের বেরনো, কল বন্ধ হয়ে থাকা
টেবিল উলটানো আর সিঁড়িতে পিরিচ, ফুল রাখা
দুজন বসেই থাকে কথা নেই ভীমসেন টেপে
বেজে যায়, তবু যে নৈঃশব্দ্য তাতে ঠোঁট ওঠে কেঁপে
এখানে লোকেরা নেই তবু অট্টহাসি দুঃখশোক
এখানে হচ্ছে কী যে ব্যাখ্যা দেবে বা দেবে না
অন্য কোনো লোক!